যঈফ ও জাল হাদিস

হাদিস নাম্বারঃ ২৮১

১/ বিবিধ

আরবী

ذاك نبي ضيعه قومه، يعنى خالد بن سنان
لا يصح

أخرجه الحاكم (2 / 598 ـ 599) وكذا أبو يعلى من طريق المعلى بن مهدي حدثنا أبو عوانة عن أبي يونس قال سماك بن حرب: سئل عنه يعني خالد بن سنان النبي صلى الله عليه وسلم فقال: فذكره
وهذا إسناد ضعيف لإرساله، والمعلى بن مهدي ضعفه أبو حاتم قال: يأتي أحيانا بالمناكير، وقال الهيثمي (8 / 214) : هذا منها
قلت: ورواه الطبراني (3 / 154 / 1) وكذا البزار (2361 ـ زوائده) وابن عدي (271 / 2) وأبو نعيم في " أخبار أصبهان " (2 / 187) من طريق قيس بن الربيع عن سالم الأفطس عن سعيد بن جبير عن ابن عباس مرفوعا، قال البزار
لا نعرفه مرفوعا إلا من هذا الوجه، وكان قيس بن الربيع ثقة في نفسه إلا أنه كان رديء الحفظ، وكان له ابن يدخل في حديثه ما ليس منه، قال: وقد رواه الثوري عن سالم الأفطس عن سعيد بن جبير مرسلا
ذكره ابن كثير في " البداية " (2 / 211) ، وقال ابن عدي: لم يوصله فقال فيه عن ابن عباس غير ابن الربيع، ثم قال ابن كثير: وهذه المرسلات لا يحتج بها ها هنا، وقال في موضع آخر (2 / 271) : لا يصح
قلت: وقد وجدته موصولا أخرجه الخطيب في " تلخيص المتشابه " (13 / 148 ـ

149) عن محمد بن عمير حدثني عمرو بن إسحاق بن إبراهيم بن العلاء الزبيدي حدثني جدي إبراهيم بن العلاء أخبرنا أبو محمد القرشي الهاشمي، أخبرنا هشام بن عروة عن أبيه عن أبي عمارة بن حزن بن شيطان مرفوعا به، وقال الخطيب: في إسناده
نظر
قلت: ولعل وجهه أن فيه جماعة لم أعرفهم، منهم القرشي هذا، وانظر " الإصابة " (2 / 507)
وروي من حديث عائشة أخرجه المخلص في " الفوائد المنتقاة " (4 / 176) عن الكلبي عن أبي صالح عن ابن عباس عن عائشة مرفوعا به، لكن الكلبي كذاب
قلت: ومع ضعف الحديث فإنه معارض كما قال الهيثمي (8 / 214) للحديث الصحيح: " أنا أولى الناس بعيسى بن مريم، الأنبياء إخوة لعلات، وليس بيني وبينه نبي " رواه البخاري في " صحيحه " (6 / 380) ومسلم (7 / 96)

বাংলা

২৮১। সে এক নবী যাকে তার জাতি ধ্বংস করে দিয়েছে। অর্থাৎ খালিদ ইবনু সিনানকে বুঝানো হচ্ছে।

হাদীসটি সহিহ নয়।

এটি হাকিম (২/৫৯৮-৫৯৯) এবং অনুরূপ ভাবে আবু ইয়ালা মুয়াল্লা ইবনু মাহদী সূত্রে ... বর্ণনা করেছেন। এ সনদটি দুর্বল মুরসাল হওয়ার কারণে। মুয়াল্লা ইবনু মাহদীকে আবু হাতিম দুর্বল আখ্যা দিয়েছেন। তিনি আরো বলেছেনঃ তিনি কখনও কখনও মুনকার হাদীস নিয়ে আসতেন। হায়সামী বলেছেনঃ এটি সেগুলো হতেই।

আমি (আলবানী) বলছিঃ হাদীসটি তাবারানী (৩/১৫৪/১), বাযযার (২৩৬১), ইবনু আদী (২/২৭১), আবু নু'য়াইম "আখবারু আসবাহান" গ্রন্থে (২/১৮৭) কায়স ইবনু রাবী সূত্রে সালেম আল-আফতাস হতে ... বর্ণনা করেছেন। বাযযার বলেনঃ এ সূত্র ছাড়া এটিকে মারফু হিসাবে চিনি না। কায়স নিজে নির্ভরযোগ্য ছিলেন, কিন্তু তিনি মুখস্থ বিদ্যায় দুর্বল ছিলেন। তার এক ছেলে ছিল সে তার হাদীসের মধ্যে এমন কিছু ঢুকিয়ে দিত, যা তার হাদীসের অন্তর্ভুক্ত ছিল না। সাওরী হাদীসটি সাঈদ ইবনু যুবায়ের হতে মুরসাল হিসাবে বর্ণনা করেছেন। এটি ইবনু কাসীর "আল-বিদায়া ওয়ান নিহায়া" গ্রন্থে (২/২১১) বর্ণনা করেছেন। ইবনু আদী বলেনঃ তিনি তার হাদীসটিকে মওসূল করেননি।

অতঃপর ইবনু কাসীর বলেনঃ এসব মুরসাল এ স্থানে দলীল হিসাবে গ্রহণযোগ্য নয়। অন্যত্র (২/২৭১) বলেনঃ এটি সহীহ্ নয়। খাতীব বাগদাদী "তালখীসুল মুতাশবিহ" গ্রন্থে (১৩/ ১৪৮-১৪৯) মওসুল হিসাবে বর্ণনা করে বলেছেনঃ এটির সনদে বিরূপ মন্তব্য রয়েছে।

আমি (আলবানী) বলছিঃ সম্ভবত তার কারণ এই যে, এটির সনদে একদল বর্ণনাকারী আছেন যাদেরকে চিনি না। তাদের মধ্যে একজন হচ্ছেন আবূ মুহাম্মাদ আল-কুরাশী হাশেমী। দেখুন "আল-ইসাবা" (২/৫০৭)। কালবী সূত্রেও হাদীসটি বর্ণিত হয়েছে, কিন্তু কালবী মিথ্যুক।

আমি (আলবানী) বলছিঃ হাদীসটি দুর্বল হওয়া সত্ত্বেও এটি নিম্নের সহীহ হাদীসের সাথে সাংঘর্ষিক, যেমনভাবে হায়সামী (৮/২১৪) বলেছেন।

أنا أولى الناس بعيسى بن مريم، الأنبياء إخوة لعلات، وليس بيني وبينه نبي

ঈসা ইবনু মারইয়ামের সাথে সম্পর্কের দিক দিয়ে লোকদের মধ্যে আমিই সর্বোত্তম, কারণ নবীগণ পিতার দিক দিয়ে ভাই ভাই। আমার ও তার মধ্যে কোন নবী নেই (বুখারী ও মুসলিম)।

হাদিসের মান: যঈফ (Dai'f) পুনঃনিরীক্ষিত

পাবলিশারঃ তাওহীদ পাবলিকেশন

Link — https://www.hadithbd.com/hadith/link/?id=5541

হাদিসবিডির প্রজেক্টে অনুদান দিন